তারিখ ...13 নভে 2013 ...
পৃঃ ৩ কলাম ৫

অংশ নিচ্ছে ৩০ লাখ শিক্ষার্থী

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি পরীক্ষা কাল শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কাল শুরু হচ্ছে। দেশের সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষায় এবার অংশ নিচ্ছে সর্বমোট ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রাথমিকে ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৪০৬ আর ইবতেদায়িতে ৩ লাখ ১৪ হাজার ৭৮৭ পরীক্ষার্থী রয়েছে।

সোমবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি তুলে ধরেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফছারুল আমিন। পরীক্ষাকে সামনে রেখে এ সংবাদ সম্মেলন ডাকা হলেও তা পরিণত হয় সাংবাদিকদের কাছ থেকে মন্ত্রীর বিদায় নেয়ার অনুষ্ঠানে। এতে মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন উভয়ে

শেষ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

শুরু : পরীক্ষা কাল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিগত প্রায় ৫ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন, মানুষ হিসেবে তাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হতে পারে। তবে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দেশব্যাপী ৬ হাজার ৫১৪টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে দেশে ৬ হাজার ৫০৬টি। আর বিদেশে ৮টি। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা পরীক্ষা হবে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রাথমিকে ১২ লাখ ১৪ হাজার ৯০৯ জন ছাত্র এবং ১৪ লাখ ২০ হাজার ৪৯৭ জন ছাত্রী। আর ইবতেদায়িতে ১ লাখ ৫৭ হাজার ২২৭ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৫৬০ জন ছাত্রী। এর বাইরে ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষার্থী রয়েছে ৬ হাজার ৪৫৭ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৩ হাজার ৭৩৯ আর ছাত্রী ২ হাজার ৭১৮ জন। এ বছরও দেশের বাইরে রিয়াদ, জেদ্দা, আবুধাবি, বাহরাইন, দুবাই, কাতার, ত্রিপলী এবং ওমান কেন্দ্রে মোট ৭৭৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। ১৫৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রকে দুর্গম চিহ্নিত করে ওইসব কেন্দ্রে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী। তিনি জানান, গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে প্রায় ৬৫ হাজার অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ হাজার ৭৯ জন পরীক্ষার্থী এবার অংশ নিচ্ছে। ডা. আমিন জানান, অন্য বছরগুলোতে দুই ঘণ্টা ধরে এই পরীক্ষা নেয়া হলেও ২৫ভাগ প্রশ্ন যোগ্যতাভিত্তিক (সৃজনশীল) করার কারণে এবার ৩০ মিনিট সময় বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে শুরু করে দেশের সব সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার বা সহকারী ইন্সট্রাক্টরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে সব শিক্ষকদের পিটিআই এবং ইউআরসিতে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলতি সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র এ সব বিশেষ শিক্ষক দিয়ে মূল্যায়ন করা হবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি এ সময় পুনর্যুক্ত শিক্ষকদের সুখবর জানিয়ে বলেন, বিষয়টি শেষ পর্যায়ে, তারা চাকরি পাবেন।

এদিকে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর আগামী ২৬ ডিসেম্বর ফল প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর শিক্ষার্থীরা নম্বরপত্র পাবে এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আগামী ২০ জানুয়ারি সনদপত্র দেয়া হবে।